ইমপ্ল্যান্ট

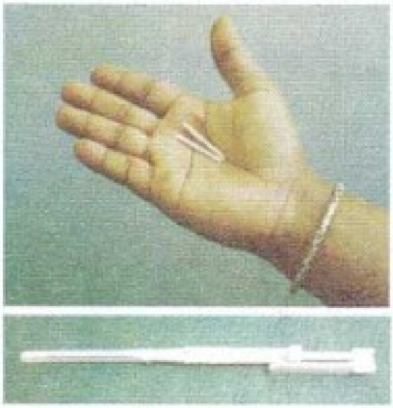

এ পদ্ধতি মহিলাদের জন্য অস্থায়ী দীর্ঘমেয়াদী ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি । এতে রয়েছে একটি বা দুটি নরম চিকন ক্যাপসুল যা (দেয়াশলাই -এর কাঠির চেয়ে ছোট) মহিলাদের হাতের কনুইয়ের উপরে ভিতরের দিকে চামড়ার নিচে ঢুকিয়ে দেয়া হয়।

কখন ইমপ্ল্যান্ট নেয়া যায়

- যে কোন সক্ষম দম্পতি এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন
- মাসিকের প্রথম ৫-৭ দিনের মধ্যে ইমপ্ল্যান্ট নিতে হবে। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তারের কাছে ইমপ্ল্যান্ট নেয়া যায়।

ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহারের সুবিধাসমূহ

- এ পদ্ধতিটি ৩/৫ বছরের জন্য কার্যকর
- পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে
- শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ালেও নেয়া যায়
- বুকের দুধ কমায় না
- প্রসব পরবর্তী পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যায় প্রয়োজনে খুলে ফেলে দ্রুত সন্তান ধারণ করা যায়।

ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহারের অসুবিধাসমূহ

- কারো কারো ক্ষেত্রে মাসিক অনিয়মিত হতে পারে
- মাসিক বন্ধ হলে গর্ভসঞ্চার হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়
- মাসিকের সময় রক্তস্রাব বেশি হতে পারে
- দু-মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব হতে পারে
- মাথা ব্যথা হতে পারে
- ওজন বেড়ে যেতে পারে

অস্থায়ী পদ্ধতি (দীর্ঘমেয়াদী)

আইইউডি

আইইউডি

মহিলাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী, অস্থায়ী ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি। এটি মহিলাদের জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে কপার-টি ৩৮০A ব্যবহার করা হয়

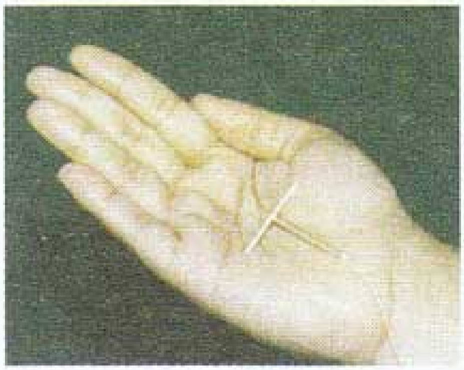

- একটি সন্তান থাকলে এ পদ্ধতি নেয়া যায়।

আইইউডি-এর সুবিধাসমূহ

- একটানা দশ বছরের জন্য কার্যকর। স্বাভাবিক প্রসবের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে অথবা সিজারিয়ান অপারেশনের সময় আইইউডি গ্রহণ করা যায়।
- এটি প্রয়োগ করা সহজ, মাত্র কয়েক মিনিটে প্রয়োগ
- দীর্ঘমেয়াদী ও সহজলভ্য
- যখন ইচ্ছা ক্লিনিক/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে খুলে নেয়া যায়
- শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন মহিলারাও ব্যবহার করতে পারেন
- পদ্ধতি হিসেবে কার্যকর এবং পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া কম
- একটি সন্তান থাকলে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়।
- সহবাসের সময় স্বামী/ স্ত্রীর কোনো সমস্যা হয় না।

আইইউডি-এর অসুবিধাসমূহ

- আইইউডি প্রয়োগের পর প্রথম কয়েক মাস তলপেটে ব্যথা হতে পারে
- ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব হতে পারে
- মাসিকের পর নিয়মিত সুতা পরীক্ষা করতে হয়
- এটি প্রয়োগ, খোলা ও ফলো-আপ-এর জন্য ক্লিনিকে যেতে হয়।

টিউবেকটমি (লাইগেশন): মহিলাদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি

মহিলাদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতিকে টিউবেকটমি বলে।

- এটি একটি সহজ অপারেশন;
- যে কোনো উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, নির্বাচিত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং কিছু এনজিও ক্লিনিকে এ পদ্ধতির সেবা প্রদান করা হয়।

- যে সকল সক্ষম দম্পতির ২টি জীবিত সন্তান আছে এবং ছোটটির বয়স কমপক্ষে ১ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে

টিউবেকটমি-এর সুবিধাসমূহ

- অপারেশনের পর পরই এটি কার্যকর
- এটি একটি স্থায়ী পদ্ধতি
- অপারেশন সহজ, সময় লাগে মাত্র ১৫-২০ মিনিট
- কার্যকারিতার হার শতকরা ১০০ ভাগ
- কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই।
- প্রসবের পর ৭ দিনের মধ্যে টিউবেকটমি করা নিরাপদ ও সুবিধাজনক।

টিউবেকটমি-এর অসুবিধাসমূহ

- অপারেশনের পর হাসপাতাল/ ক্লিনিকে কমপক্ষে ৪ ঘণ্টা থাকতে হয়।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার দ্বারা এ অপারেশন করতে হয়।
- পূর্বাবস্থায় সহজে ফিরে যাওয়া যায় না

অস্থায়ী পদ্ধতি (দীর্ঘমেয়াদী)

এনএসভি (ভ্যাসেকটমি): পুরুষদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি

পুরুষদের জন্য এটি একটি স্থায়ী পদ্ধতি
(ছুরিবিহীন ভ্যাসেকটমি)

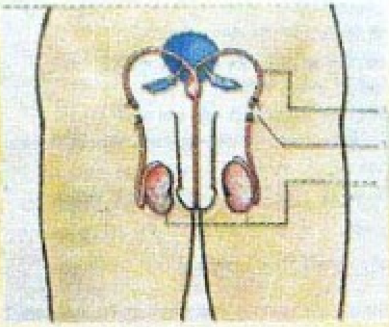

- এ পদ্ধতি স্থায়ী, কার্যকর ও নিরাপদ;
- একটি সহজ ও ছোট্ট অপারেশনের মাধ্যমে পুরুষের এই পদ্ধতি প্রদান করা হয়। এই অপারেশনকে বলে এনএসভি (ভ্যাসেকটমি)
- যে কোনো উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, নির্বাচিত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং কিছু এনজিও ক্লিনিকে এ পদ্ধতির সেবা প্রদান করা হয়।
- যে সকল সক্ষম দম্পতির ২টি জীবিত সন্তান আছে এবং ছোটটির বয়স কমপক্ষে ১ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের জন্য প্রজোয্য

এনএসভি (ভ্যাসেকটমি)-এর সুবিধাসমূহ

- এটি ছুরি কাটাবিহীন স্থায়ী পদ্ধতি
- অপারেশনের দু'দিন পরেই স্বাভাবিক কাজ-কর্ম করা যায়
- কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই
- অপারেশনের জন্য কোনো কাটা বা সেলাই লাগে না, রক্তপাত নেই বললেই চলে। মাত্র ৫-৭ মিনিট সময় লাগে। অপারেশনের পর সামান্য ব্যথা থাকে
- যৌন ক্ষমতা স্বাভাবিক থাকে।

এনএসভি (ভ্যাসেকটমি)-এর অসুবিধাসমূহ

- অপারেশনের ৩ মাস পর থেকে কার্যকর হয়
- অপারেশনের পর প্রথম ৩ মাস সহবাসের সময় কনডম ব্যবহার অথবা স্ত্রীকে অন্য যে কোন অস্থায়ী পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার দ্বারা এ অপারেশন করতে হয়।
- পূর্বাবস্থায় সহজে ফিরে যাওয়া যায় না